একটু ঘুমাতে চাই

পীযূষকান্তি বিশ্বাস

দিল্লি হাটার্স
C-489, Sarita Vihar
New Delhi-110076

EKTU GHOOMATE CHAI
A Collection of Bengali Poems
by
PYSUSKANTI BISWASH

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০১৪

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রকাশক
দিল্লি হাটার্স

মুদ্রক
মুদ্রণ গ্রাফিক্স। ২৪ রাজা লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ
সঞ্জীব চৌধুরী

মূল্য : ৩০ টাকা

অন্ধকার আধার

মেঘ জড়ানো রাতে
যে অন্ধকারগুলো ভেঙেছিল
আমার ঘুম রং দেওয়াল
জানলায় জানলায় এঁকেছিল হিংসুটে ভয়
ডানায় অন্ধকার জড়িয়ে গুটিসুটি আমি ছিলাম ছোটো এক পাখি
বোধহয় শার্শি ঠুকরিয়ে ভেঙেছি কাচ, মখমলের পর্দা ছিঁড়ে ফেলে
বাগিচাতে ঢুকে গেছিলাম
ফুটিয়েছিলাম ফুল, অকালবোধনে।

সেই যে পার করে গেছি গঙ্গা
তারপর আমি আর কোনো সুড়ঙ্গ-মুখ দেখি না
কিংবা কোনো গঙ্গোত্রীর জন্ম
শুধু অন্ধকার আঁধার দেখি, কৃষ্ণপক্ষ রাত, ভাঙা চাঁদের অর্ধগোলাকার বৃত্ত
বিন্দু আর ছায়ারেখাগুলি একে অপরকে জড়িয়ে কোনো এক সুতোকাটা বুড়ি
আমার রক্তে কেবল বাড়ায় শর্করা অনবরত

অথচ, অংকুরোদ্গমের সেই তো মধুবন ছিল
কোনো এক তরলীভূত প্রেম পত্রালিকা
উদ্ভিদ জীবনচক্রে এক গৃহবন্দী প্যানক্রিয়াস
যারা ঢেউ হয়ে ছড়িয়ে যায় ত্বকের প্রতিটা কোষে কোষে,
কিংবা আমি যারা
নিকট অতীতে বা কাল
এখন তাদের ডুকরে ওঠা কান্নার সাংসারিক এটোকাঁটা
কোনো কোনো ছাইগাদায় পুড়ে যাচ্ছি সিগারেটের সাথে
ভস্ম হতে হতে
শূন্য থেকে শূন্যে, অনেক শূন্যের ভিড়ে, ঝড় খুঁজে ফিরি...

আজ সে এক স্থিতিস্থাপক সামুদ্রিক আর্দ্র ও লবণাক্ত নিঃশ্বাসে,
যে আজ শুধু কেবলই নিঃশ্বাস
মাঝে মাঝে মেঘে ঢাকা তারা হয়ে ঝরে পড়ি...
কখনো, রোডসাইড পার্কের পাশে কোনো ধুলোমাখা ফুল বাগিচায়,

বা কোনো এক কৃষ্ণকলির পাপড়িতে শিশিরের সাথে শুয়ে শুয়ে রাত্রির আকাশে
সেই প্রাণ ভ্রমরার পদচিহ্ন খুঁজি
আর
অন্ধকারের ফোটন কণাদের সাথে আজও তাই
কোনো এক ধুমকেতুর পুচ্ছ বরাবর মেঘ হয়ে উড়ে যাই।

ফিরে এসো পথ, পা রাখি

রাজপথে আলতা পায়ের ছবি, রক্ত-পান্না রং
বুকের উপরে ম্যাগনেট, ড্যান্সফ্লোরে বাসমতি চাল
পিন দিয়ে আটকেছি টারগেট
ড্রাইভার, থোড়া আহিস্তা চালাও।

অস্তিত্বের লড়াই
মানচিত্রে বীজ বুনে যাচ্ছি ডান
অথবা বাম
রবি শস্য কিংবা ঘাস ফুল

রাস্তার খুদ খুঁটে খাওয়া রিং মাস্টার
কবিতার খাতায় উঠে এলেই
পাঠক মহলে বিগ হ্যান্ড

শ্লেষ বলে কথা,
কোনো জি পি এস, কোনো ব্লু টুথ, বা
ওয়াই ফাই ছাড়াই পায়ের দাগ রেখে যাচ্ছি
ফিরে আসার পথ...

স্ট্রিট লেভেল জুম
গুগল আমার আঙুলের নখে চুমু খাচ্ছে যেখানে,
আ বাঁ হাতের তর্জনিতে ভোট প্রদানের দাগ
আমি কি এতই খড়গপাণি জল্লাদ?

ফিরে এসো পথ, পা রাখি।

একটু ঘুমাতে চাই

যে সব সর্বনাম পদগুলি
ব্যাকরণের বর্ণে বর্ণে অভিষিক্ত
যে সব ইতিহাসের পাতাগুলি
দেওয়ালে দেওয়ালে প্রস্তরীভূত

ওরা আমার পাণ্ডুলিপিগুলোকে
হাতকড়া পরিয়ে হাইজ্যাক করেছে
আমাকে গৃহবন্দী।

ঘেরাও পাহারায়
আমি এক ভঙ্গুর প্যাপিরাস
লবণাক্ত শৈবাল ক্লিষ্ট ঢেউ তোলা বেলাভূমি

কী লিখে যাব আমি?
ভাঙা ইট, পুড়ে যাওয়া মন্দিরের ছাই
ঘুনে খাওয়া ঐতিহ্যের অক্ষয় বিশ্বাস?
নাকি কোনো ডিপ্লোম্যাটিক মস্তিষ্ক-প্যাঁচানো বিবৃতি?

এই নাও তবে স্বাধীনতা,
আমাদের সবারই যদি থাকে এক অধিকার
আজ থেকে লিখে দিলাম নারীর বক্ষ খোলা রাখার অধিকার
মানতে হবে, এই আমাদের দাবি,
চলো হরতাল ডাকি...

এইবার ফিসফিস, মৃদু ক্ষীণ আওয়াজ
দেওয়ালে দেওয়ালে পড়ছে শাবল,
কারা যেন কাটছে সিঁদ, হাত মলছে কিছু চোর
আমার সব লেখাগুলি এইবার চুরি হয়ে যাক
ছায়াপথের কুয়াশা বন্যায়, সব ভেসে যাক...

অনেক লিখেছি আমি দিনআনা দিনখাওয়া

ফুটপাত মিছিল, ঘাম বেচে ঘুম...
স্বপ্ন বিক্রি করে কিনেছি অনেক জলঘোলা রাত...

আমি চাই এক-ঘরবাড়ি অন্ধকার, নৈঃশব্দ্য-রাত্রি
এইবার আমি একটু ঘুমাতে চাই।

লাল-কিলা ১

লাল-কিলার পাথর ছুঁয়ে দেখি
আলতো স্পর্শে
ইতিহাস অনুভূতি আনে।

আমিও এক নিরেট
প্রেমকে লিখতে গিয়ে দেওয়াল তুলি
দুর্গম দেওয়ান-ই-খাস
মুঘলের ধ্বংসাবশেষে
আমাদেরই অভিযানে ঠাঁই দাঁড়িয়ে
মোতি মসজিদ।

এদের,
নিশ্ছিদ্র সুকঠিন প্রস্তর দেওয়ালে
যেখানেই হাত রাখি, এক একটা
জানলা হয়ে যায়...

লাল-কিলা ২

কিন্তু
এভাবেই যাত্রা...
জংলী প্রশাখা জড়িয়ে গুহাদেশে রত্নাকর...
সংসার লিখতে গিয়ে মরা কাঠ
সরযূর দুপাশ দিয়ে বয়ে চলে রামায়ণ।

আমরাই পারি, হাতও আছে অবাধ
সাহসী, বিশ্বাসী!

আর

গভীর হলে চেতনা-স্পর্শবিন্দু
অনুভূতি গাঢ় হলে :
দেওয়ালের বহুজাগতিক বিজ্ঞাপন স্ক্রল হয়ে
এক জানলা খুলে যায়...

আরও কত স্কুল,
কত শিলালিপি, মুদ্রারাক্ষস
ঘিরে আসে আলোকোজ্জ্বল ভার্চুয়াল আকাশ,
বিকেলের হলুদ রৌদ্রে
মাথাদের ভিড়ে ছড়িয়ে থাকে চাঁদনি চক,
লিখে রাখি দেওয়ান-ই-আম।

লাস্ট

নীল স্রোত যমুনায়
কাঞ্জিভরমের যৌবন ধুয়ে যায়
দুপুর ধুয়ে যায়, বিকেলও

পাড়দুটি স্নান সেরে দিল্লিবালী হোটেলে ফিরে গেলে
সন্ধ্যায় সুরার আড়ত হয়ে ঘুরে আসে তাঁতিও একবার

হাত খালি গেলে উঠে আসে বালি

কিছু কিছু ঢেউ তেষ্টায় কাতর
গলায় আটকে এলে অন্ধকার মুখ
মেহেরউন্নিসার চুন্নি
রাতের মোম আলোয়
আবছায়ে ঢেকে দেয় ফ্যারাডের বুক

রাত ঘামা ঘুমেরা তীরে তীরে ইলেক্ট্রন ছড়ায়
এবং
আর একটি বিগব্যাঙের তাড়নায়
তেলতেলে রেশমে চোখ রাখি

আলোতে পা রাখি
রেশম বুকের উপর
আলো পিছলে যায়

পা পিছলে যায়...

দেওয়াল

বালিশ লম্বালম্বি ভাবে চাপা দিতে দিতে
অন্ধকারও দেওয়াল হয়ে যায়।

কিংবা দেওয়ালটা অন্ধকারকেই
আগে ঠেলে দেয়

পিঠ ঠেকে গেলে
মূর্ত হয় প্রতিবাদ

অথচ,
হৃদয় রাঙিয়ে নেবার নেশায়
স্লোগান লিখে চলেছি সেই দেওয়ালেই...

সিল্ক রুট

প্রত্যয়ী পদসারী
যে মাটিতে হাঁটে, পথ হয়ে যায়।

মঙ্গলকাব্য থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ায়
বালু-কণা বর্ণচ্ছটা
মহাকর্ষ সূত্রে সাজায় নক্ষত্র।

ওদিকেই ভিড়, চেনা মানুষের মিছিল
রাজপথে চক্রের নিজেরই বুকে ঘুর্ণন।

কিছুটা সিগন্যাল ভেঙে গেলে পায়ে
উপলব্ধি হয় বুনো ঘাসের টান
দুর্গম বন্ধুর মালভূমি

এশিয়া মাইনর থেকে
ডাক দেয় সিল্ক রুট।

ন-বদ্বীপ

এক জটা চুল আর এক মাঠ ঘাস
সমগ্র রাত্রিজুড়ে কৃষ্ণরক্তজল, বিছানা রাঙা এক রাঙা মাটির পথ...
চোখজুড়ে ভেঙে আসে ঘুম
কলমের নিব ছুঁয়ে নেমে আসে ঘাম
কেউ জীবন বলেন, কেউ সংগ্রাম।

প্রতি কোষে গুনে যাই নব্বই প্রহর
শরীরের ভরবেগ, প্রতিটা মাইলস্টোন
ইচ্ছেরা খুঁজছে এক ভূমি সমকোণ!

এরপর আটকে গেলে মাকড়সা সিমেন্টের দেওয়ালে
প্লাস্টিক ক্ষয়ে যায়
প্লাস্টার খসে যায়

মুক্তির সোপান বুঝি দুয়ারেরই ঘাস
কেউ পাগল বলেন, কেউ সন্ন্যাস?

কবিতাও বুঝি এতটাই নীল
আকাশে পাল্টালে উল্লম্ব পা,
দিগন্তে দাগ কাটে গঙ্গা কিনারা,
দাঁড়িয়ে হাতছানি দেয় সুনয়নী তির্যক প্রান্তর
অভিসারে গিয়ে দেখি আমার মাটি ধুয়ে যায়
কি দিয়ে তোমার গৃহ বদ্বীপে সাজাই?

দু ঠোঁটের মাঝখানে শুকিয়ে যাওয়া গোপন পিপাসা
কিছু জিজ্ঞাসা,
বাংলার গন্ধ ধুয়ে আনি
প্রেমের উষ্ণতা
কেউ সংসার বলেন, কেউ বা কবিতা।

যোগফল

কতগুলো ঘড়ি জুড়ে নিলে, ঘুরে আসে একটা আস্ত দিন
অনেকটা হলুদ মেখে যখন দাঁড়ায় সকালের হরিয়ালি শিফট
মহীপালপুরের ওভারব্রীজের ওপর ল্যাম্পপোস্ট থেকে
একটা দুটো আন্তর্জাতিক এয়ারবাস ঝুঁকে
উঁকি মারে ট্যাক্সির জানালায়।

এ সাম্রাজ্যে কখনো সূর্য ডোবে না,
এ দিনে কখনো আসেনাকো রাত
ফ্যারাডে এসে আমাদের মাথায় হাত বুলিয়ে,
কপালে চোখ তুলে পড়িয়ে যায় রন্টজেনের এক্স-রে থিয়োরি
এ সাম্রাজ্যে কখনো চন্দ্রও ডোবে না
আমি তাকিয়ে দেখি সান্ধ্য এয়ারপোর্ট প্যাসেঞ্জার
ঘন নীল আইশেড,
শুধু আকাশটাই বুঝি এখন ডুবছে দ্বারকায়?

ওদিকে তাকাই
ফ্লাইওভার শেষ হয়ে এলে পেট্রোল পাম্প বরাবর
চায়ের দোকানে এক ঝাঁক অফিস ফেরত
পাতিলাতে অদ্রক জলের সাথে স্ফুটনাংক বাড়িয়ে যাচ্ছে ঘাম
ঘর ডাকছে ঘুঘুর মতোন
হাইওয়ের পিচের উপর এক বালুচর
আর এক মৃত নদী,
এম আর এফ টায়ারের সাথে জড়িয়ে
লাল হলুদ সবুজের ঘড়ি গুনে যায়।

দ্বারকা

পিঠ পিছে রিং রোড, এক নদী বালুচর, স্রোত
মধ্যাহ্নের যমুনা আনে সুপ্রভাত চা,
এই আমাদের জানালা।

এক সূর্য, আর এক আকাশচুম্বী সকাল...
গতির ফুল্লকুসুমিত রং মেখে নয়ডা,
ডি এন ডি হাইওয়ে উত্তরণ করে তাজ এক্সপ্রেস
গ্রিনউইচ সিগন্যালে দাঁড়িয়ে পাঁচতারা
এক ধ্রুবতারা
অঙ্গুলি হেলনে ট্র্যাফিক দেখায়।

আর একে চন্দ্র,
দুই পক্ষ
দ্বারকার দ্বারে জাগে অমাবস্যার পালাম ফাটক
লাল হলুদ সবুজের ঘুমন্ত ব্যস্ততা মেখে ভাড়ার মিটার গোনে
অন-কল মেরু ক্যাব।

দুদিকেই রাস্তা,
চক্রবৎ ঘড়ি ঘড়ি
ডানলপ টায়ারে ঘাম জড়িয়ে
প্লাস্টিকেই লিখছি আজ প্রেমের কবিতা।

জোনাকি

ভোরের আবছা অন্ধকারে যে মেয়েটি
শিউলির গন্ধ মেখে তাকিয়ে ছিল দিনের আহ্বানে
সূর্যরশ্মি কি তাকে চুম্বন করেছিল?
জাহ্নবীর তীরে এভাবেই কুন্তী বেঁধেছিল
মহাভারতের সংসার?

আর তাই বুঝি এবার
ওই কচি মেয়েটিও বাহু জড়িয়েছে অডিসনের বাহে
আর ডিস্কোতে ঘুরে ঘুরে ফ্যারাডের সাথে গিলেছে ভোডকার গ্লাস...

হুমমমমমমম, ঠিক আছে, তাই হোক
চোখ বন্ধ করে মহাজাগতিক সুখে সে চুমাক স্বাস্থ্যের সমস্ত সর্বাঙ্গ
নিয়নের আলোয় রক্ত রঙিন হোক তার আসক্ত পানীয়।

আর আমি তার বাড়িতে রজনীগন্ধা বাগিচায়
কেন মিথ্যে (নাকি সত্য যুধিষ্ঠির) জ্বালিয়ে যাই আমার কর্পুর নিঃশ্বাস
ওই সব পানশালায় আমার রেণুদের কি হবে বাজার?
ওই সব কৃত্রিম চুম্বনে আমার রাসায়নিক আসক্তি
কীভাবে দ্রবীভূত করবে বেঞ্জিন?

বুঝেছি এ ঢের অন্যায় প্রেম,
আমি ঘৃতমুখে এনেছি অনেক মৃত হাতিদের নাম
কালো কালো গাঢ় অনুভূতির মধ্যে ঢেলেছি
সমানুপাতিক ফসফরাস আলো
আমার এই প্রেমের আগুনে কোনো উত্তপ্ত স্ফুলিঙ্গ নেই
আমার চুম্বনের লালায় কোনো ফোস্কা পড়া অ্যাসিডও নেই।

রেকর্ড করে নিন আমার স্বীকারোক্তি,
আমাকে এইবার এইসব অ-বৈদ্যুতিক আলোকের হাতকড়া থেকে মুক্তি দিন
আর অন্ধকারও ভেবে দেখুক
তার কোনো মাংসহীন উষ্ণতার প্রয়োজন আছে কি না।

এক হাত

কালিকা বধূর গলায় ঝুলে চক্রব্যুহ ফাঁদ
কপালে প্রতিবেশী ঢেউদের জ্যাম
বিন্দির সারি জুড়ে সুতো কাটছে চাঁদ
কাস্তের এক কোপে কেটে ফেললাম
জন্ম দিনের কেক।

রেখা বৌদি কাঁধে হাত রেখে বললেন
এই সব মিলে ক'টা বসন্ত?

বললাম,
যে ক'টা শীত
বাংকারে ধুলো মেখে পড়ে যে ক'টা দিওয়ালী
প্লাস
যে ক'টা দশেরা কাঁটাতারে ফেঁসে
যে ক'টা হা হা করে বাহার ঘরবালী

বৌদির কাঁধের উপর দাদাদের হাত
দাদাদের কাঁধের উপর কালো কালো মাথা
মাথার অনেক উপর ওজোনের লেয়ার

আকাশের দখলদারিতে গুগল
নিচ্ছে এক হাত
আকাশে জ্যোৎস্নার জোয়ার...
এক হাত

পবনপুত্র

পথেই পড়ে ছিল ইলাস্টিকের মেঘ
চিলের পাখনায় জড়িয়ে জারিত নিঃশ্বাস
ঘড়ির ডায়ালে কোমর বেঁকিয়ে কলম লিখছিল
চুম্বকের আত্মজীবনী...

পোড়ামাটির পাত্রে শকুন্তলার অ্যালজেবরা
গুণিতক হারে বেড়ে যাচ্ছে
এই গ্রীষ্মে তাপ

জ্যামিতিক হারে বাড়াচ্ছি দৈর্ঘ্য
আউট অব মার্জিন

স্ট্র্যাটোসফিয়ার পার করে উড়ে যাচ্ছে গরুড়
বেলুনের পেটে বাড়ছে শিশু হনুমান
ডানা থেকে ঝরে পড়ছে রোদ

পাঞ্জাবী ট্রাকের পিছনে পিছনে
মুহ কালা করে আমরা এক একটি যক্ষ
প্রিন্ট হয়ে যাচ্ছি মাইলস্টোন থেকে মাইলস্টোন।